পাগলামি করলে এমন গণধোলাই খাবেন চেহারা চেনা যাবে না

নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই মির্জা কাদেরকে উদ্দেশ্য করে যুবলীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী এমপি বলেছেন, ‘সরকারকে অনুরোধ করব এসব পাগল বাইরে রাইখেন না। যথা শিগগির পাবনায় পাঠানো উচিত। নইলে এমন গণধোলাই খাবেন যে চেহারা চেনা যাবে না।’

রবিবার বিকালে ভাঙ্গা পৌরসভার চৌধুরীকান্দা সদরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ ভাগে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, ‘আর একটা কথা কইতে মন চাইতেছে। না কইয়া পারি না। আগে ভাঙ্গার দুই-একটা পাগল আমারে নিয়া কথা কইত। আমি এত বড় নেতাই হইছি এখন ভিনদেশি পাগল আমার ওপর খ্যাপছে।

তারে আমি কিছু কইছি? তারে আমি চিনি? জীবনে নাম শুনেছি? সে কয় আমি ভোট ডাকাতি কইরা এমপি হইছি। পাগলা স্বপ্নে না দেখলে এমন কথা কইতে পারে না। গত সংসদ নির্বাচনে আমার তিন উপজেলায় নির্বাচন সুষ্ঠু হইছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পাগলারেও আমি চিনি না, জীবনে দেহি নাই, জীবনে যাই নাই নোয়াখালী। আরে মিয়া! নেতা হইতে চান? পরিচিতি চান? পাগলামি কইরা নেতা হওয়া যায় না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আমি আপনারে কিছু কইছি কিনা। সরকারের উচিত এসব পাগলকে যথাশীঘ্র পাবনায় পাঠানো।

নইলে এমন গণধোলাই খাবে যে চেহারা চেনা যাবে না।’ কাউন্সিলর মো. বাকী মাতুব্বরের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থবিষয়ক সম্পাদক ও ভাঙ্গা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান সাহাদাত হোসেন, ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফাইজুর রহমান, ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর মুন্সী প্রমুখ। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এর আগে ২০২০ সালের ২৭ অক্টোবর রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান। রায়ে ৬ আসামিকে ১০ বছর করে, ৪ আসামিকে ৫ বছর করে এবং ১ আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। বাকি ৩ আসামিকে খালাস দেন আদালত।

এ ছাড়া এ মামলায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা ও জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকাসহ ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে প্রকাশ্যে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনায় পরদিন রিফাত শরীফের বাবা আবদুল হালিম শরীফ বাদী হয়ে বরগুনা থানায় ১২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন। রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি ছিলেন এ মামলার প্রধান সাক্ষী।

এ মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহম্মেদ ওরফে নয়ন বন্ড ওই বছরের ২ জুলাই পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। ১ সেপ্টেম্বর মামলায় ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুভাগে বিভক্ত করে আদালতে পৃথক দুটি অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়।

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু সেরামের

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত করোনাভাইরাস প্রতিরোধী ভ্যাকসিন ‘কোভিশিল্ড’ বাংলাদেশে পাঠাবে প্রতিষ্ঠানটি।

ছয়জন স্বাস্থ্যকর্মী থাকবে। এরই মধ্যে টিম প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘অক্সফোর্ডের টিকা আমদানি ও জরুরি ব্যবহারের অনুমতি আমরা আগেই দিয়েছি। এখন দেশে টিকা আনতে আর বাধা নেই। যখন দেশে টিকা আসবে তখন আমাদের কাছে আমদানিকারক চালানভিত্তিক ব্যাচের কাগজপত্র নিয়ে আসবে। সেগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখে যদি সব কিছু বিধি অনুসারে থাকে, তবে ওই টিকা দেশে ব্যবহারের জন্য আরেক ধাপের অনুমোদন দিয়ে দিব। এ জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।’

মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘অক্সফোর্ড ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনও টিকা দেশে আনার আবেদন আমাদের কাছে জমা নেই। তবে ট্রায়ালের জন্য বিএমআরসিতে (বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ) ভারত, চীন ও বাংলাদেশের তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র জমা পড়েছে বলে জানি।’

সেরাম থেকে অক্সফোর্ডের টিকা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা গত সপ্তাহের শেষ দিকে জানান, বিমানবন্দর থেকে টিকা নামানোর পর অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করে টিকা তাদের নিজস্ব সংরক্ষণাগারে নেওয়া হবে। এরপর তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে তা বুঝিয়ে দেবেন। তবে সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে বেক্সিমকো তাদের নিজস্ব বিশেষায়িত পরিবহনের মাধ্যমে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগের স্টোরে টিকা পৌঁছে দেবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (টিকা) ডা. সামসুল হক বলেন, ‘এখন আমাদের অপেক্ষা কেবল টিকা দেশে এসে পৌঁছানোর। এরপর বেক্সিমকো ফার্মার নিজস্ব পরিবহনে তালিকাভুক্ত এলাকায় সির্ভিল সার্জনদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হবে।’সূত্র: কালের কণ্ঠ

বছরের প্রথম সংসদ অধিবেশন আজ,

ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি

জাতীয় সংসদের নতুন বছরের প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ। এটি হচ্ছে একাদশ সংসদের একাদশ অধিবেশন। করোনা মহামারীর কারণে এবারও অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হবে। বছরের প্রথম অধিবেশন হিসেবে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ভাষণ দেবেন। খবর বাসসের।

সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৩০ ডিসেম্বর এ অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুমোদন করা হয়েছে। ভাষণে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছাড়া এ অধিবেশনে বেশ কটি বিল উত্থাপন ও পাস হতে পারে। এবারও সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম দিন গণমাধ্যমকর্মীরা সংসদ অধিবেশনে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন। বাকি কার্যদিবস সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে অধিবেশনের খবর সংগ্রহ করতে হবে। বছরের প্রথম অধিবেশনের মেয়াদ সাধারণত দীর্ঘ হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু করোনাকালে তাও সংক্ষিপ্ত করা হবে। সে হিসেবে এবার অধিবেশন ১০ থেকে ১২ কার্যদিবস চলতে পারে বলে সংসদ সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে।

এর আগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ কার্যদিবস চলে। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে গত ৯ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস বিশেষ অধিবেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ওই অধিবেশনে মোট ৯টি সরকারি বিল পাস করা হয়।

কাকরাইলে মা-ছেলে হত্যায় ৩

আসামির ফাঁসি

রাজধানীর কাকরাইলে তিন বছর আগে মা ও ছেলে হত্যা মামলায় তিন আসামির ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ রবিউল আলম রোববার দুপুরে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নিহতের স্বামী আবদুল করিম, করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল শারমিন মুক্তা, মুক্তার ভাই মো. আল আমিন ওরফে জনি।

আদালত সূত্র জানায়, ২০১৭ সালের ১ নভেম্বর কাকরাইলের আবদুল করিমের প্রথম স্ত্রী শামসুন্নাহার করিম (৪৬) ও তার ছেলে শাওনকে (১৯) গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

ঘটনার পরদিন শামসুন্নাহারের ভাই আশরাফ আলী বাদী হয়ে রমনা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলায় নিহতের স্বামী আবদুল করিম, করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল শারমিন মুক্তা, মুক্তার ভাই মো. আল আমিন ওরফে জনিসহ অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনকে আসামি করা হয়।

তদন্ত শেষে ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার ইন্সপেক্টর মো. আলী হোসেন আদালতে এ মামলার চার্জশিট দাখিল করেন।

চার্জশিটে ওই তিনজনকে আসামি করা হয়। মামলায় গ্রেফতার হয়ে ওই তিন আসামিই আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

এর পর ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে তিন আসামির বিচার শুরুর আদেশ দেয় ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত।

এ মামলার বিচারকালে অভিযোগপত্রের ২২ সাক্ষীর মধ্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য শোনেন বিচারক। ১২ নভেম্বর তিন আসামি নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন।

এর পর ১৩ ডিসেম্বর দুপক্ষের যুক্তিতর্কের শুনানি শুরু হয়। গত ১০ জানুয়ারি এ মামলায় রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। সে দিনই আদালত রায়ের জন্য ১৭ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন।

একতরফা নির্বাচন কখনও কাম্য নয়: মাহবুব তালুকদার

শনিবার অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। সাভার পৌরসভার তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের দেয়া এক লিখিত বক্তব্যে এ দাবি করেন তিনি।

মাহবুব তালুকদার বলেন, আমি সাভার পৌরসভার তিনটি ভোটকেন্দ্রের ১৮টি বুথ পরিদর্শন করি। বেলা ১টা পর্যন্ত ঐ সকল ভোটকেন্দ্রে ৭৩১১ জন ভোটারের মধ্যে ১২৩২ জন ভোট প্রদান করেছন। ৩টি বুথে ৩ জন বিরোধী দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট দেখতে পাই কিন্তু অন্য কোথাও এজেন্ট ছিলেন না।

এছাড়া সাভার পৌর এলাকায় বিরোধীদলীয় প্রার্থীর কোনো পোস্টার দেখতে পাইনি। এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলা যায় না। যে কোনো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে তা সিদ্ধ হয় না। একতরফা নির্বাচন কখনো কাম্য নয়।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, পৌরসভার নির্বাচনে ক্রমাগত সহিংসতা বেড়ে চলেছে। সহিংসতা ও নির্বাচন এক সঙ্গে চলতে পারে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না হলে এই সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য আবশ্যক। যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বেসরকারি ভাবে যারা মেয়র নির্বাচিত

দ্বিতীয় ধাপে দেশের ৬০টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ইতোমধ্যে কয়েকটি পৌরসভা ভোটের বেসরকারি ফল জানা গেছে। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রার্থী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

নোয়াখালী: বসুরহাট পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী আবদুল কাদের মির্জা মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১০৭৩৮ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী কামাল উদ্দিন চৌধুরী পেয়েছেন ১৭৭৮ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা মোশাররফ হোসেন পেয়েছেন ১৪৫১ ভোট।

আবদুল কাদের মির্জা বলেন, এ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়, এ জয় শেখ হাসিনার জয়, এ জয় ওবায়দুল কাদেরের জয়, এ জয় বসুরহাট পৌরবাসীর জয়। আমি এ জয় বাংলাদেশের আমার দলের প্রতিটি নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসর্গ করে দিলাম।

রাজশাহী: গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাট পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের একেএম আতাউর রহমান খান। তিনি ৪৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। একেএম আতাউর রহমান খান নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ৫৮৫ ভোট। তার নিকটতম বিএনপির হাফিজুর রহমান হাফিজ ধানের শীষ প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ১২২ ভোট।

বাঘার আড়ানী পৌরসভায় বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মুক্তার আলী। তিনি নারিকেল গাছ মার্কায় মোট ভোট পেয়েছেন ৫৯০৪। তার নিকটতম আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শহীদুজ্জামান শহীদ নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৪৩০০। এখানে ১২৭৬ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তোজাম্মেল হক।

সুনামগঞ্জ: ছাতক পৌরসভায় মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম চৌধুরী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নৌকা প্রতীকে ১২ হাজার ৮’শ ২৩ ভোট পেয়েছেন। বিএনপি মনোনীত রাশিদা

আহমদ ন্যান্সি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭ হাজার ৯’শ ৮ ভোট।

বাগমারা: ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আব্দুল মালেক মণ্ডল নৌকা প্রতীক নিয়ে ৭৩১৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৪৬২০ ভোট বেশি পেয়ে দ্বিতীয় বারের মেয়র নির্বাচিত হলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এসএম মামুনুর রশিদ পেয়েছেন ২৬৯৯ ভোট।

নাটোর: লালপুর উপজেলার গোপালপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রোকসানা মোর্ত্তজা লিলি (নৌকা) ৬ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মনজুরুল ইসলাম বিমল (রেল ইঞ্জিন) পেয়েছেন ৫ হাজার ৭ ভোট।

নলডাঙ্গায় জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মনিরুজ্জামান মনির। তিনি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬৩০ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্বাছ আলী ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১৯১০ ভোট।

ঝিনাইদহ: শৈলকূপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ হাজার ৮৮৭ ভোট পেয়ে তিনি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৈয়বুর রহমান খান পেয়েছেন ৭ হাজার ২৮১ ভোট।

কুষ্টিয়া: ভেড়ামারা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিজয়ী হলেন জাসদ সমর্থিত প্রার্থী আনোয়ারুল কবির টুটুল। তিনি মশাল প্রতীকে ৭৯৭০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শামিমুল ইসলাম ছানা ৪৬৩৪ ভোট পান।

মিরপুর পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাজী এনামুল হক জয়ী হয়েছেন। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৪শ’ ৬৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ আরিফ মোবাইল প্রতিকে পেয়েছেন ২ হাজার ৫শ’ ১৫ ভোট।

বগুড়া: সারিয়াকান্দি পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মতিউর রহমান মতি (নৌকা) বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ৬ হাজার ৫শ’ ৭৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর শাহী

সুমন পান ২ হাজার ৭শ’ ৯৬ ভোট।

নরসিংদী: মনোহরদী পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বর্তমান মেয়র আমিনুর রশিদ সুজন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৮ হাজার ৮৮২ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদুল হক পেয়েছেন ৫৮৫ ভোট।

ময়মনসিংহ: মুক্তাগাছায় বেসরকারিভাবে মেয়র পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বিল্লাল হোসেন সরকার। তিনি পেয়েছেন ১২ হাজার ৫০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ হাজার ৩৫ ভোট।

কুমিল্লা: চান্দিনা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শওকত হোসেন ভূঁইয়া নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৯ হাজার ৪৫১ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন জগ প্রতীকে ৩ হাজার ১৫৫ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী শাহ মো. আলমগীর খান ধানের শীষ প্রতীকে ২ হাজার ৬৯৫ ভোট পেয়েছেন।

বগুড়া: আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু ৩য় বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৭৭৮৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল ইসলাম মন্টু পেয়েছেন ৭৪০২ ভোট। ৩৮৬ ভোটের ব্যবধানে তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু বিজয়ী হয়েছেন।

ফরিদপুর: বোয়ালমারী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিম রেজা লিপন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৯২৩৯ ভোট। বিএনপির প্রার্থী পেয়েছেন ২৫৮৭ এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী লিটন মৃধা পেয়েছেন ৩৮৮৮ ভোট। ইত্তেফাক

পৌরসভা নির্বাচনে ভোট ডাকাতি চলছে: খন্দকার মোশাররফ

পৌরসভা নির্বাচনেও ভোট ডাকাতি চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য. ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে কোনও কেন্দ্রে আমাদের এজেন্ট দিতে দেয়নি। আগের রাতেই আমাদের নেতা কর্মীদের বাড়ি ছাড়া করেছে প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারের ক্যাডার বাহিনী।

তিনি আরও বলেন, ইভিএমে যেখানেই ভোট দিক, পড়ে একটি প্রতীকে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সর্ম্পূণ ধ্বংস করেছে বর্তমান সরকার।

দ্বিতীয় ধাপে আজ শনিবার ৬০টি পৌরসভায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

তালাকের পর সন্তান থাকবে কার জিম্মায়, আইন কী বলে?

রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন ৩৯টি তালাকের ঘটনা ঘটেছে।

ওই হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালে তালাকের পরিমাণ বেড়েছে।

তবে তালাকের সাথে স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যারা প্রভাবিত হয় তারা হচ্ছে ওই পরিবারের সন্তানরা।
কোনও পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে তালাক হলেও ওই পরিবারের সন্তানের জিম্মা কার হবে। এ নিয়ে মুসলিম আইনেই বা কী বলা আছে?

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, প্রায় সব ক্ষেত্রে বাবা সন্তানের প্রকৃত আইনগত অভিভাবক। এই আইনের আওতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং

জিম্মাদারিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়।

তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সন্তানের দেখাশুনা, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিষয়গুলো অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই আইন অনুযায়ী, অভিভাবক বলতে যে ব্যক্তি কোনও নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তির বা শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকবে তাকে বুঝাবে।

সন্তান কার জিম্মায় থাকবে?
আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, কোনও দম্পতির মধ্যে তালাক হলে এবং তাদের সন্তান থাকলে ছেলে সন্তানের সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের হেফাজতে থাকবে। আইনে এমনটাই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মায়ের অধিকার সবার আগে স্বীকৃত।

তবে মুসলিম আইনে মা সন্তানের আইনগত অভিভাবক নন; আইনগত অভিভাবক বাবা। মা শুধু জিম্মাদার বা হেফাজতকারী।

“মা কিন্তু গার্ডিয়ান না, মাকে অভিভাবক হিসেবে ধরা হয় না, মা হচ্ছে বাচ্চার কাস্টোডিয়ান বা হেফাজতকারী।”

তিনি বলেন, ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে যে সাত বছর সে মায়ের কাছে থাকবে তখন সে বাবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে।

মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সে মায়ের হেফাজতে থাকবে। এসময় বাবা তার সাথে দেখা করতে পারবেন।

এই সময়ের পর সন্তানদের তার বাবা চাইলে নিয়ে যেতে পারে।

তবে নির্দিষ্ট বয়সের পরও সন্তানের জিম্মাদারি যদি কোনও মা রাখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আদালতে আবেদন করতে হবে।

মিতি সানজানা বলেন, অনেক সময় দেখা যায় যে, তালাক হলেও যদি বাবা- মায়ের মধ্যে তেমন সমস্যা বা বিতর্ক না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সন্তানদেরকে যৌথ হেফাজতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাবা কিংবা মা দু’জনেই চাইলে সন্তানদের রাখতে পারেন।

“সেক্ষেত্রে হয়তো মায়ের কাছে চার দিন আর বাবার কাছে তিন দিন বা তাদের সুবিধা মতো থাকতে পারে।”

তবে জিম্মাদারি বা হেফাজত নিয়ে যদি বিতর্ক তৈরি হয় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের পর অর্থাৎ ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাত বছর আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও যদি মা নিজের হেফাজতে রাখতে চান, তখন তাকে আলাদাভাবে আদালতে আবেদন করতে হবে।

এ ধরনের আবেদনের পর আদালত যে বিষয়টি বিবেচনায় নেয় সেটি হচ্ছে, সন্তানের কল্যাণের জন্য যেটা সবচেয়ে ভাল, সেটিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আদালত।

আদালত সাধারণত চায় যে, হেফাজতের ক্ষেত্রে বাবা-মা দু’জনেই থাকুক। তবে ধরে নেয়া হয় যে, মায়ের কাছেই সন্তানরা সবচেয়ে বেশি ভাল থাকবে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মা যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হয়, বা তার যদি আয় না থাকে তাহলে সেটি মামলাকে দুর্বল করে তোলে।

“কোর্ট এখানে অনেক কিছুকে বিবেচনায় নেয়। যেমন ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি সেটা বাবা-মা যার কাছেই থাকুক না কেন, এছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন ড্রাগ ইস্যুও বিবেচনায় নেওয়া হয়,” বলেন মিতি সানজানা।

বাবা-মায়ের মধ্যে যদি কারো বিরুদ্ধে গুরুতর কোনও অভিযোগ থাকে যেমন মাদকাসক্ত হওয়া কিংবা অপরাধমূলক কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ, তাহলে আদালত কখনওই তার কাছে সন্তানের জিম্মাদারি দিতে চায় না।

“যার কাছে থাকলে সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ হবে তার কাছে থাকারই অনুমোদন দেয় আদালত।”

তবে সন্তান বাবা কিংবা মা- যার সাথেই থাকুক না কেন, অপরপক্ষকে সন্তানের সাথে দেখা করা ও সময় কাটানোর অনুমোদন দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে। তবে এক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনও অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়।

গুরুতর অভিযোগ না থাকলে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন দেখা করতে পারে। তবে এটা পরিবার অনুযায়ী আলাদা হয় বলেও জানান আইনজীবী মিতি সানজানা।

তবে দেখা করার অনুমোদন থাকলেও যদি বাবা কিংবা মাকে দেখা করতে না

দেওয়া হয় তাহলে যাকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না সে আবার বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে পারেন।

সন্তানের মতামতের সুযোগ আছে কি?
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, হেফাজত বা জিম্মাদারি দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের মতামতের গুরুত্ব সবসময়ই থাকে।

তবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করা হয় বলে জানান মিতি সানজানা।

আর সেকারণেই বাচ্চাদের সম্মতি নেওয়া হলেও আদালত বোঝার চেষ্টা করে যে, সে কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা।

“পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, বাচ্চা নিজের ইচ্ছায় মতামত দিচ্ছে কিনা।”

তবে বাচ্চার মতামতই একমাত্র নয়। জিম্মাদারি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চার মতামত মামলাটিকে শক্তিশালী করলেও এটি ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। বরং বাচ্চার মতামতকে একটি এভিডেন্স বা প্রমাণ হিসেবে নেওয়া হয়।

“বাচ্চা যদি বলে যে অমুকের সাথে থাকবো, তার মানে এই না যে তাকে সাথে সাথে থাকতে দেওয়া হচ্ছে,” বলেন মিতি সানজানা।

এর কারণ হচ্ছে, যার সাথে থাকতে চাচ্ছে সে ম্যানিপুলেট বা প্রভাবিত করতে পারে, ভয় দেখাতে পারে, তার ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকতে পারে, সে মাদকাসক্ত হতে পারে, তার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ থাকতে পারে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

“তবে যার পক্ষে বাচ্চা বলবে তার পক্ষেই মামলাটি শক্তিশালী হবে। জিম্মাদারি পাওয়ার ক্ষেত্রে দু’পক্ষই টানা-হেঁচড়া করে।”

তবে অনেক সময় বাচ্চার ইচ্ছানুযায়ী, দু’পক্ষকেই তার হেফাজত ও জিম্মাদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়।